70

তারিখ ... 27 DEC 1998 ...
পৃঃ ১২ কলাম ৩ ......

ভোরের কাগজ

## ঢা.বি. শিক্ষক সমিতির নির্বাচন ৩০ ডিসেম্বর

# নীল পরাজয়ের পুনরাবৃত্তি রোধ, সাদা জয়ের ধারা অক্ষুণ্ন রাখতে চায়

**বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক :** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগামী বুধবার অনুষ্ঠেয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচনকে ঘিরে জোরালো প্রচারণা শুরু হয়েছে। সমিতির ১৫টি পদে অনুষ্ঠেয় আগামী ৩০ ডিসেম্বরের এ নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের নীল দল, বিএনপি সমর্থিত সাদা দল এবং নিরপেক্ষতার দাবিদার গোলাপী দল অংশগ্রহণ করছে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ও শিক্ষকদের কক্ষ এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রার্থীরা প্রচারণা চালাচ্ছেন। এবারের নির্বাচনেও মূল লড়াই হবে নীল-সাদার প্যানেলের মধ্যে। নীল দল ধারাবাহিক পরাজয় এড়ানো এবং সাদা দল জয়ের ধারা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য জোর চেষ্টা চালাচ্ছে।

মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের নীল দলে সভাপতি পদে প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক শাহাদাৎ আলী এবং সাধারণ সম্পাদক পদে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। গতবার শিক্ষক সমিতির সভাপতি পদে পরাজয় এবং সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনে তিনটি পদে পরাজয়ের কারণে নীল দল শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে সতর্ক কৌশল নিয়ে এগুচ্ছে। তবে নীলের আঞ্চলিকতাপুষ্ট অভ্যন্তরীণ কোন্দল মিটেছে কিনা তা নির্বাচনের পরেই বোঝা যাবে। প্রসঙ্গত, পূর্ববর্তী নির্বাচনে কেবল পরাজয়ের কারণ হিসেবে নীলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলকেই দায়ী করা হচ্ছে।

বিএনপি সমর্থিত সাদা দল সভাপতি পদে পুনরায় বর্তমান সভাপতি পদার্থ বিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ইউসুফ হায়দারকে এবং সাধারণ সম্পাদক পদে গোলাপী থেকে সাদায় সদ্য যোগদানকারী রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের মোঃ ফেরদৌস হাসানকে মনোনীত করেছে। গতবার সভাপতি পদে এবং সাম্প্রতিক সিন্ডিকেটে ৬টি পদের তিনটিতে বিজয়ের ফলে সাদা দলের আত্মবিশ্বাস এখন তুঙ্গে। নীল দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল সাদা দলের জয়ের ব্যাপারে ভূমিকা রাখবে বলে সূত্র জানিয়েছে।

নিরপেক্ষতার দাবিদার গোলাপী দল দর্শন বিভাগের অধ্যাপক কাজী নূরুল ইসলামকে সভাপতি এবং সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের ড. নেহাল করিমকে সাধারণ সম্পাদক পদে মনোনয়ন দিয়েছে। গোলাপী থেকে সাদায় পর পর দুটি গ্রুপ যোগ দেওয়ায় এ নির্বাচনে গোলাপী দল দুর্বল শক্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।